এই সময়
সংবাদপত্র

ক থা স রি ৎ

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্যবোধ দিন দিন এত কমে যাচ্ছে,
সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়।
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনৈক্য

অবশেষে জল্পনায় ইতি টানলেন নীতীশ কুমার। তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪ লোকসভা ভোটে বিরোধী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে তিনি উদগ্রীব নন, বরং তাঁর লক্ষ্য হল বিজেপি-বিরোধী দলগুলিকে যূথবদ্ধ করা। ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সিপিএম-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত হরকিষেণ সিং সুরজিৎ জাতীয় রাজনীতিতে সমরূপ ভূমিকা পালন করতেন। তৎকালে লোকসভার ফল ত্রিশঙ্কু হওয়া সত্ত্বেও সফল ভাবে যুক্তফ্রন্ট ও ইউপিএ গঠিত হয়। নীতীশের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। বিবিধ দলকে সঙ্গী করে তিনি বারংবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, অপিচ তাঁর নেতৃত্বাধীন দল কখনও রাজ্যে নিরঙ্কুশ নয়। তবে, বিচক্ষণতাই শেষ কথা নয়। যদি (এবং, তা-ও সংশয়াচ্ছন্ন) ২০২৪ নির্বাচনের পূর্বে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোট গঠিত হয়, যা ১৯৯৬ বা ২০০৪-এ হয়নি, তা হলেও সরকার গঠনের প্রশ্নে দিল্লি বহু দূর। অতীতের জোটসমূহের সঙ্গে এই মুহূর্তের তুলনা যে অপ্রাসঙ্গিক, তা স্বতঃসিদ্ধ। জাতীয় স্তরের নেতৃত্বে মোদীর উত্থান সঙ্গেই লোকসভা ভোটের চরিত্র বদলেছে, তার ধাঁচ এখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের। ২০২৪ যে মুখ্যত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন, এবং রাজনৈতিক দল বা কেন্দ্রভিত্তিক প্রার্থী নির্বাচন নয়, এ কথা অত্যুক্তি নয়।

২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে ২০১৯ লোকসভার তুলনা করা যায়। ২০১৮-এ কর্নাটকে ৩৬.২% ভোট নিয়ে বৃহত্তম দল হয় বিজেপি, তবে তাদের ভোট কংগ্রেসের চেয়ে এক শতাংশের কিছু বেশি কম। সেখানে ২০১৯ লোকসভায় ৫১.৪% ভোট নিয়ে প্রায় সব আসন জেতে বিজেপি। সেই ভোটে হরিয়ানায় তারা পায় ৫৮%; কয়েক মাস বাদে, ২০১৯ হরিয়ানা বিধানসভায় তা কমে ৩৬.৫%, একার জোরে সরকারও গঠিত হয় না। এ ঘটনা দিল্লিতেও দু'বার ঘটেছে। ২০১৯ লোকসভায় ৫৭% ভোট নিয়ে সব আসনে বিজেপি জয়ী। আট মাস পরেই ৫৪% ভোট নিয়ে বিধানসভা দখল করে আপ। অধুনা রাজনীতিতে একাধিক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের রাজ্যে বিধানসভা ও লোকসভায় জনতার রাজনৈতিক সমর্থন ভিন্নরূপ। ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশক দু'টির সঙ্গে ২০২৪-এর এখানেই মূলগত ফারাক। সুতরাং, নীতীশের নেপথ্য-নায়ক হওয়ার পথে সমূহ বাধা। তিনি যখন বিহারকেন্দ্রিক রাজনীতি করতেন এবং মোদী গুজরাটকেন্দ্রিক, রাজনীতির চেহারা তখন এমন ছিল না।

উত্তরণ

মহিলাদের নানা উচ্চপদে বহাল করার যে সিদ্ধান্ত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি ইদানীং নিচ্ছে, তার লক্ষ্য বহু শতকের বঞ্চনা থেকে মেয়েদের মুক্ত করা। মহিলারাই মেয়েদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষার বিষয়ে মুখ খুলবেন সে সব পরিসরে, যেখানে পুরুষদেরই কথা বলার অধিকার ছিল কিছুকাল আগে অবধি। মহিলা চিকিৎসকরা মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে জানাবেন, কমবে প্রসূতি মৃত্যু। গ্রামের স্কুলের মহিলা শিক্ষিকা স্কুলছুট মেয়েদের ফেরাবেন বিদ্যালয়ে। মহিলা প্রশাসকরা নাবালিকাদের জোর করে বিয়ে দেওয়া ঠেকাবেন, পণপ্রথার জের সামলাতে না পারা অত্যাচারিতদের উপর নিপীড়ন রুখবেন। নৌবাহিনীতে মহিলা সেনার অন্তর্ভুক্তি কিছুকাল আগে ঘটেছে, এবার একটি কম্যান্ডো বাহিনীতেও মেয়েদের যোগ দেওয়ার সুযোগ হল। বেশ কিছু মহিলার ক্ষমতায়নের প্রথম পদক্ষেপ এটি। পরিবারের পুরুষদের হাতে মেয়েদের হেনস্থার ঘটনা কি কমবে এর ফলে? মহিলা কম্যান্ডোরা কি বাড়ির মেয়েদের যৌন নিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষার কৃৎকৌশল শেখাবেন কাজের অবসরে? ফসলের ক্ষেতে, রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে দলিত ঘরের মেয়ে হওয়ার অপরাধে মার খাওয়া থেকে বাঁচানোও কি দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা হতে পারে? শত্রু কি সব সময় বাইরে থেকেই হানা দেবে? এ দেশে যতজন মহিলাকে পুরুষ নাগরিকরা হত্যা করে প্রতি বছর, 'শত্রুপক্ষের' হাতে কি তার সামান্য অংশও মারা যায়?

অ সং খ্যা

২৯০৮৫৩

(দু'লক্ষ নব্বই হাজার আটশো তিপ্পান্ন)— ২০০৪ লোকসভা ভোটে আমেঠি কেন্দ্রে রাহুল গান্ধী যত ব্যবধানে জয়ী হন। সূত্র: ইন্ডিয়া ভোট্‌স

দি ন কে দি ন

১৬ ডিসেম্বর

১৮৮২: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসংখ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির রচয়িতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল সক্রিয় যোগদান করেন।

১৯৭১: বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

দেবপ্রতীক

স্বামী সারদানন্দ

বো ধি বৃ ক্ষ

জড় ভাবিতে ভাবিতে লোক জড় হইয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় মানব তৎস্বরূপই প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্ত্যভূমির বহুকাল ঐরূপ আপ্তপুরুষের পবিত্রসন্দর্শনলাভ হয় নাই, তদুপরি জড়ের চিন্তাতেও বহুকাল অতীত হইয়াছে। কাজেই ঐ দুর্দশা। তবে ভারতের ধর্মালোক আবার বর্তমান যুগে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় অসুরমতাবলম্বী পাশ্চাত্ত্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেজন্য আশা হয়, আবার পাশ্চাত্ত্য ভারতকে ধর্মগুরুত্ব বরণ করিয়া ধ্বংসের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং জগতের যথার্থ কল্যাণে ক্রমশঃ নিজশক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিবে। দেববলে বলীয়ান ভারত চিরকাল ধর্মসাক্ষাৎকার করিতেই নিজশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। ঐ চেষ্টা বা সাধনফলেই পূর্বোক্ত ধর্মবিশ্বাসসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়াছে। ভারত দেখিয়াছে— সত্যই প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বাসসহায়ে এই বহুকালাগত সংসার-স্বপ্ন একদিন ভাঙ্গিয়া যায়, সত্যই সহস্র সহস্র বৎসরের অন্ধকারময় গৃহ ঈশ্বরকৃপায় এক মুহূর্তে আলোকপূর্ণ হয়। ভারত দেখিয়াছে— সত্যই শ্রীভগবান পূর্ণচিদানন্দস্বরূপে সকলের উদ্দেশে জ্বলন্তভাবে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে ফিরাইতেছেন, ঘুরাইতেছেন, উদ্দেশ্য বিশেষে চালিত করিতেছেন। সত্যই, কেবল তাহার শরণাপন্ন হইলেই পূর্ণ শান্তিলাভ হয়। নতুবা আর অন্য উপায় নাই। যুগে যুগের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকাবলম্বনে শ্রীভগবান মানবমনে প্রকাশিত হইয়াছেন। ('গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা' থেকে গৃহীত)

ধরা যাক মার্কস এবং এঙ্গেলস মাঝমাঠ থেকে বল বাড়িয়ে দিচ্ছেন লেনিন এবং মাওয়ের উদ্দেশে

সাম্যবাদের ভূত ও একটি বিশ্ব ফুটবল একাদশ

বঙ্গবাসীর ফুটবল উন্মাদনা এবং বামপন্থা-প্রীতির প্রতি একটি কৌতুকপূর্ণ প্রণতি। রাজনীতিবিদ ও দার্শনিকের কাল্পনিক দল। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

উদয় দেব

২০২২ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পথে। ফুটবল-প্রেমী বাঙালি জাতি প্রবল ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত। বাঙালিরা বিশ্বকাপ না খেললে কী হবে, ফুটবল নিয়ে টিপ্পনী করতে, এমনকী বিভিন্ন দেশের জন্য, বিশেষত আর্জেন্তিনা ও ব্রাজিলের জন্য গলা ফাটাতে ওস্তাদ। তবে বাঙালি শুধু বর্তমান কালের ফুটবল নিয়েই তর্ক-বিতর্ক করে না। বর্তমান ছাড়া তারা আর একটি দিক নিয়ে বেশি মজে থাকে। তা হল অতীত। নস্টালজিয়া। এবং অতীত মানে তো ভূত। ভবিষ্যতের থেকেও যেন তারা ভূত নিয়ে বেশি আলোচনা করে। অধুনা বাঙালিদের মধ্যে নাকি তাই ভূতুড়ে গল্প এবং ভূতুড়ে গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি নানা ছায়াছবি প্রচুর জনপ্রিয়। সেই 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর ভূতের রাজা থেকে শুরু করে হাল আমলের 'ভূতের ভবিষ্যৎ'। আর একটি প্রেমও বলার মতো। বামপন্থা। সে সব কথা ভেবেই এই প্রবন্ধ একটি কাল্পনিক ভূতুড়ে গল্প যেখানে বাঙালি চিন্তকরা পৃথিবীর তাবড় প্রয়াত বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে অতীতের বড় কমিউনিস্ট দার্শনিকদের নিয়ে একটি বিশ্ব একাদশ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এহেন কঠিন কাজের ভারটি এসে পড়েছে যথারীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাঁধে। কারণ বাঙালির তিনি এখনও বিশাল বড় আইকন এবং গুরুদেব। তাঁকে সংগত দিচ্ছেন আর এক জনপ্রিয় কবি, নজরুল ইসলাম। বাঙালি আয়োজকদের তরফে নির্বাচক মণ্ডলী সেকুলার ও জনপ্রিয় হতে হবে। তাই এই দুই সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদকে সিলেকশন কমিটিতে রাখতেই হবে।

দুই বাঙালি, এক আর্জেন্তিনীয়

রবি ঠাকুরের যদিও প্রথম থেকে এহেন কমিটিতে থাকতে আপত্তি ছিল। কারণ তিনি নাকি বিলেতি খেলা ব্যাটবল নিয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত ছিলেন তাঁর সময়। কিন্তু ফুটবল নিয়ে আজকের বাঙালিদের মতো নাকি তিনি কখনও এতটা উৎসাহিত ছিলেন না। উনি নজরুলকে বলেওছেন যে বিলেতে একটি কথা চালু আছে যে, 'ক্রিকেট ভদ্রলোকেরা আবিষ্কার করেছে আর ভদ্রলোকেরাই খেলে, ফুটবল যদিও ভদ্রলোকেরা আবিষ্কার করেছিল কিন্তু আজকাল গুন্ডারা (হুলিগানরা) খেলে'। এই চালু কথার একটি তৃতীয় লাইন আছে রাগবি নিয়ে কিন্তু ক্রিকেট এবং ফুটবলের মতো যেহেতু বাঙালিদের রাগবি নিয়ে তেমন উৎসাহ নেই তাই সে কথা থাক।

রাজনৈতিক নেতা ছাড়া যেহেতু বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকরাও বিশ্ব একাদশে থাকবেন, তাই একজন হাল আমলের রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, আর্নেস্তো লাকলাউ-কেও নির্বাচক হিসেবে রাখা হয়েছে। তাঁর নাম শুনেই রবি ঠাকুর আঁতকে উঠেছেন। শেষে কিনা 'লাউ'? তবে নজরুল আবার জনৈক বামপন্থী তাত্ত্বিকের থেকে শুনেছেন যে 'লাক' মানে ভাগ্য আর লাউ, মানে কোনও ভাগ্যদেবতা যেমন ভূতের রাজার দ্বারা প্রাপ্ত কোনও বিশিষ্ট সবজি, 'ভাগ্যলাউ'-এর কথা বলা হচ্ছে না। উনি নাকি কবিগুরুর ঘনিষ্ঠ মানুষ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর দেশ, আর্জেন্টিনার লোক এবং রাজনৈতিক দর্শনের বেশ উঁচু দরের পণ্ডিত। আর যেহেতু রাজনৈতিক নেতা ও দার্শনিকদের একটি বিশ্ব একাদশ তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, নির্বাচক মণ্ডলীকে একটু আন্তর্জাতিকতা ও ভিন্নতা বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছে বাঙালি আয়োজকরা। সঙ্গে ছিল আলতো করে বাঙালি সেন্টু। উনি নাকি ১৪ এপ্রিল ২০১৪ সালে প্রয়াত হয়েছেন যা কিনা বাংলা নববর্ষের সময়। তাই লোকটিকে বাকি দুই প্রবাদপ্রতিম বাঙালি নির্বাচকদের সঙ্গে রাখা যেতেই পারে কারণ যে দিন তিনি ভূত হয়েছেন সে দিন তো বাঙালির উৎসব-পার্বণের দিন। এবং ভীষণ ভাবে বাঙালির সেকুলার উৎসব।

দুই ফরওয়ার্ড

কমিউনিস্টরা নাকি আজ পশ্চিমবঙ্গে তথা বিশ্বে ভূত হয়ে গেছে। রাশিয়ায় প্রাক্তন কমিউনিস্ট সরকারের গুপ্তচর পুতিন যে ধরনের স্বৈরতন্ত্র চালু করেছে আর প্রতিবেশী দেশ চিন কমিউনিস্ট পার্টির নামে যে ধরনের স্বৈরতন্ত্র শুরু করেছে তা দেখে মনে হয় পুরাতন কমিউনিস্টরা কত ভালো ছিল। টিম দেখলে মনে হতে পারে মন্টি পাইথনের জার্মান আর গ্রিক দার্শনিকদের মজার ফুটবল ম্যাচের কথা যা ইয়ুটিউবে দেখা যায়। কমিউনিস্ট টিম ৪-৪-২ কম্বিনেশন অর্থাৎ চার ডিফেন্ডার, চারজন মাঝমাঠের প্লেয়ার আর দু'জন ফরওয়ার্ড নিয়ে খেলবে।

প্রথম দু'জন ফরওয়ার্ড লেনিন ও মাও। নির্বাচকমণ্ডলীর তরফে যুক্তি দেওয়া হল যে ওই দুই কমিউনিস্ট নেতা যেহেতু বিংশ শতাব্দীর দুটো সফল বিপ্লবের (রাশিয়া ও চিন) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাই তাঁদের ফরওয়ার্ড লাইনে রাখাই শ্রেয়। বিপক্ষের রক্ষণকে ভেদ করে গোল করতে তাঁরা পারদর্শী কারণ তাঁদের কর্মজীবন সেই বিশেষ ক্ষমতার সাক্ষী।

মধ্যমাঠ, রক্ষণ ও গোলকিপার

চারজন মিডফিল্ডারের নামও ঠিক হয়ে গেল। মধ্যমাঠে থাকবেন দলের অধিনায়ক মার্কস ও সহ-অধিনায়ক এঙ্গেলস। তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়া দারুন। মাঠের বাইরেও তাঁরা দারুণ বন্ধু। মাঝমাঠ থেকে দুরন্ত সব পাস দিতে পারবেন লেনিন ও মাও-কে। কারণ এ কথা সর্বজনবিদিত যে মার্কস-এঙ্গেলস-এর তত্ত্ব এবং তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে লেনিন এবং মাও দু'টি বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। রাইট উইং পজিশনে অনেকটা আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে খেলবেন হো-চি-মিন কারণ ভিয়েতনামে তিনি আর একটি বিপ্লবী সরকার গড়েছিলেন। তাও আবার প্রচণ্ড প্রতাপশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। লেফট উইং পজিশনে খেলবেন আন্তোনিও গ্রামসি। কিছুটা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে। শাসকশ্রেণি কেমন ভাবে তাদের শাসন কায়েম রাখে তা তিনি 'হেজিমনি' নামক এক বিশেষ ধারণা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন। গ্রামসি ইতালিয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন নেতা। আর তা ছাড়া মার্কস-এঙ্গেলস-এর জার্মানির মতো ইতালি ফুটবল খেলিয়ে দেশগুলোর মধ্যে বড় দল। তাঁর টেকনিক নিখুঁত। বিপক্ষের ফ্যাসিবাদীরা প্রচণ্ড ভয় পেত তাঁর বুদ্ধি ও চিন্তার গভীরতার জন্য যা শাসক শ্রেণির পক্ষে বিপজ্জনক। তাই তাঁকে জেলে পুরে আরও মোক্ষম চিন্তা ও কাজ থেকে বিরত রেখেছিল ইতালির ফ্যাসিবাদীরা।

> ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়তে আজও অনেক কমিউনিস্ট জর্জি দিমিত্রভ-এর 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট'-এর বুলি কপচান। তাই বিপক্ষের আক্রমণকে সামলাতে হলে দলে জর্জি দিমিত্রভ-এর থাকা প্রয়োজন।

রক্ষণ ভাগে চারজন হলেন যথাক্রমে জর্জি দিমিত্রভ, জর্জি প্লেখানভ, জিওরজি লুকাচ ও ফিদেল কাস্ত্রো। দিমিত্রভ ও প্লেখানভ দু'জনে স্টপার পজিশনে খেলবেন। ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়তে আজও অনেক কমিউনিস্ট, দিমিত্রভ-এর 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট'-এর বুলি কপচান। তাই বিপক্ষের আক্রমণকে সামলাতে হলে দলে দিমিত্রভ-এর থাকা প্রয়োজন। লেফট ব্যাক পজিশনে খেলবেন লুকাচ ও রাইট ব্যাকে খেলবেন কাস্ত্রো। কাস্ত্রো যেহেতু বহু দশক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিউবাকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন তাই তাঁকে ছাড়া কমিউনিস্টদের বিশ্ব একাদশের রক্ষণকে ভাবাই যায় না। সব শেষে আসা যাক গোলরক্ষকে। এখানে নির্বাচকমণ্ডলী এক বাক্যে একটি নাম ছাড়া কিছু ভাবতেই পারছেন না। নাম তাঁর জোসেফ স্তালিন। ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর উজ্জ্বল কর্মজীবন। আর দুর্দমনীয় তেজ। ও রকম নেতা থাকলে নাকি কমিউনিস্টদের জালে বিপক্ষের গোল ঢুকবে না।

সাইডলাইনের বাইরে

প্রথম একাদশ ঠিক হয়ে গেলেও কমিউনিস্ট টিমের রিজার্ভ বেঞ্চকে মজবুত রাখতে আরও কিছু নাম ঠিক করা হয়েছে। যেমন রাশিয়ার লিওন ট্রটস্কি, ফ্রান্সের লুই আলথুজার, গ্রিসের নিকোস পুলান্তাস, ইংল্যান্ডের র‍্যালফ মিলিব্যান্ড। কয়েকজন খুব কট্টর কমিউনিস্ট না হলেও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে জগৎ বিখ্যাত। এ দিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা হল, যদি প্রথম একাদশের কেউ চোট পেয়ে বসে যান তা হলে পরিবর্ত হিসেবে কাকে কোন পজিশনে খেলানো হবে? যেমন ট্রটস্কিকে যদি লেনিন বা মার্কস-এর পরিবর্তে খেলানো হয় তা হলে সেমসাইড গোল হয়ে যেতে পারে কারণ গোলে আছেন স্তালিন। অন্য দিকে নির্বাচকমণ্ডলী প্রথমে ভেবেছিলেন যে চে গেভারা-কে দলের ম্যাসকট হিসেবে রাখতে কিন্তু আক্রমণাত্মক ফরওয়ার্ড হিসেবেও তাঁকে ভাবা যায় দলের রিজার্ভ বেঞ্চকে শক্তিশালী করার জন্য।

দলের জন্য গলা ফাটাবার প্রয়োজন ছিল কিছু মহিলা চিয়ার গার্ল-এর। সে জন্য ক্লারা জেটকিন, রোজা লুক্সেমবুর্গদের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আয়োজকদের মধ্যে রক্ষণশীল দলের সমর্থকরা আবার দুটো কারণে আপত্তি জানিয়েছে। এক, মহিলাদের চিয়ার-গার্ল মার্কা পেশা এবং বেশভূষা শোভা পায় না। দুই, এটি পুরুষদের বিশ্বকাপ দল। নারীদের কেন টিমে নেওয়া হবে? তাদের মতে, একই দলে নারী এবং পুরুষ থাকাটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে আর ফুটবলের রীতি মানলে পুরুষ এবং নারীদের দুটো আলাদা দল করা উচিত যারা দুটো ভিন্ন বিশ্বকাপে খেলবে। এক ধরনের নারীবাদীরা চিয়ার গার্ল থাকা নিয়ে আপত্তি করছে কারণ চিয়ার গার্ল মানে নারীদেহকে একটি পণ্য হিসেবে পুঁজিবাদী বাজারি সমাজ ব্যবহার করছে। অন্য একটি নারীবাদী দল আবার বলছে তাতে কী। নারীরা নিজের দেহ এবং মনের একমাত্র মালিক তাই তারা ঠিক করবে তারা চিয়ার গার্ল হতে চায় কিনা। আর এক দল নারীবাদী বলছে নির্বাচক মণ্ডলী তো সম্পূর্ণ পুরুষদের দিয়ে গড়া। মেয়েদের দল কী হবে, তা-ও আবার পুরুষরা ঠিক করে দেবে? এমতাবস্থায় রবি ঠাকুর বললেন যে নারীদের কথাগুলো ফেলনা নয়।

শেষ পাতে বাঙালি

এ দিকে নজরুল উঠে পড়ে লেগেছেন যে প্রথম একাদশে না হলেও রিজার্ভ বেঞ্চে অন্তত একজন বাঙালিকে রাখতেই হবে। খুব তদ্বির করছেন যে তাঁর পুরাতন বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ-এর দলের এক তরুণ তুর্কিকে দলে না নিলে বড় অন্যায় হবে। তাই ঠিক হল ফিদেল যদি চোট পায় বা হাঁপিয়ে যায় তখন জ্যোতি বসুকে রাইট ব্যাকে খেলাতে হবে। নিজেও এক সময় ফুটবল খেলতেন আর ফিদেল ছাড়া এত বছর খুব কম লোকই একটি কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফুটবল পাগল বাঙালি জাতির ভূতুড়ে সমর্থকরা গর্ব করে জ্যোতিবাবুকে সেলাম ঠুকল এবং মনে মনে বলল আমাদের গনা বাঙালিদের মুখ রক্ষা করল।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

রবিবার কাতার, শনিবার শ্রীরামপুর

ই ন্ডি প প

ইন্দ্রজিৎ হাজরা

বুধবার দুপুরে কাজে ফাঁকি মেরে একটা ফুটবল ম্যাচ দেখলাম। আপনারা ভাবছেন: 'বুধবার দুপুরে? আপনার ওই রাত জেগে বিশ্বকাপের খেলা দেখে সময়জ্ঞানটার পুরো সাড়ে বারোটা বেজেছে!' কিন্তু তার আগের রাতে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে অপরূপ আর্জেন্টিনার জয় আর সে দিন রাতে মরক্কোকে টপকে ফ্রান্সের খেলার মাঝখানে দেখলাম আর একটা সেমিফাইনাল খেলা — জাগৃতি সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতি।

ফিফা বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের ঘটনাস্থল থেকে বহু দূর — দূরত্বে আর মাপে— প্রথম রেভস্পোর্টজ পাড়া ফুটবল কার্নিভাল টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল, শ্রীরামপুরের নেহেরু নগরের মহেশ ভ্রাতৃ সংঘের পা-মাটি-দেশি মাঠে। টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ১৭ নভেম্বর। ফাইনাল কাল। মোট ৪৮টা পাড়ার ক্লাবের টীম— ৩২টা ক্লাব পুরুষদের প্রতিযোগিতায়, ১৬টা মহিলাদের। বলা দরকার যে পুরস্কারের টাকা— চ্যাম্পিয়ন ক্লাব ১.৫ লক্ষ টাকা, রানার্স আপ ১ লক্ষ টাকা, ১০,০০০ টাকা প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্টে— পুরুষ ও মহিলাদের টুর্নামেন্টে একই।

জানি কী ভাবছেন ফিক করে আস্তে আস্তে, হাসতে হাসতে— 'বিশ্বকাপের সময়ে হাজরা দেখছে জাগৃতি সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতির খেলা। চাঁদে আর বোঁদে! আদিখ্যেতার একটা লিমিট আছে!' তা ঠিক। ফুটবলের আকাশ আর পাতালের তফাত। আর শুধু খেলার কোয়ালিটি না। বিশ্বকাপের ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি 'ভার', বা ভার ছাড়া এই শ্রীরামপুরের রাঙা মাটিতে পেনাল্টি নিয়ে মাঠের খেলোয়াড়দের ভেতর এক বিশ্রী মারপিটের পর ১৫ মিনিট খেলা স্থগিত, দুই দলেরই একজন করে খেলোয়াড় পেল রেড কার্ড— যাকে বলে বিশ্রী বিশৃঙ্খলা। তার পর কল্যাণ সমিতির খেলোয়াড় দ্বিতীয়ার্ধে কর্নার কিক নিচ্ছে, আর তার পেছনে দেখা যাচ্ছে অল্প দূরেই কেউ একজন দেওয়ালে প্রস্রাব করতে ব্যস্ত।

পাড়া ফুটবল টুর্নামেন্টের এই সব 'ব্যতিক্রম' ও উদ্ভটত্ব সত্ত্বেও দেখলাম— উত্তেজনার সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে, 'ক্লাব ফুটবল', ২-২ ফুলটাইমের পর পেনাল্টি শুটআউটে আর্জেন্টিনা-মার্কা নীল-সাদা জার্সির কল্যাণ সমিতির জয়। তার আগের দিনও মহিলাদের টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের কলকাতা পুলিশ বনাম মৈত্রী সংঘের খেলা— মৈত্রী সংঘ ৩ কলকাতা পুলিশ ০— দেখেও মন ভরে গেল।

নিজেকেও প্রশ্ন করেছি বটে— বিশ্বকাপ থাকতে কেন এই বছর থেকে শুরু হওয়া বার্ষিক পাড়া ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখছি ও দেখব? কাতারের আটখানা স্টেডিয়ামে ছড়ানো খেলা থাকতে যাদবপুর, কোন্নগর, ডোমজুড়, আগরপাড়াতে ছড়ানো ৮খানা মাঠের খেলা কেন দেখতে এত ভালো লাগছিল? বেশি ভাবতে হল না নিজেকে উত্তর দিতে, আর নিজের প্রশ্নের উত্তর কদাচিৎ মিথ্যে হয়।

উদয় দেব

এক নম্বর কারণ হল এটা 'খাঁটি' ফুটবল দর্শন— মোহনবাগান, আর্সেনাল, আর্জেন্টিনা খেলার সময় হৃৎপিণ্ড যেমন হৃদিক রোশনের মতো চিন্তায়, উত্তেজনায়, চাপে নাচে, এখানে শুধু খেলা দেখার বিলাসিতা। বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বা আইএসএল-এ নিজের দল না খেললেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যেক খেলায় একটা টিমকে সাপোর্ট করি বেশি, যেমন কাল চাইছিলাম ফ্রান্স মরক্কোকে হারাক। মরিয়া চাওয়া না, হালকা কামনা। কিন্তু পাড়া ফুটবলে খালি দুই পাড়ার খেলাই দেখি, কোনও পূর্বকল্পিত ধারণা, সমর্থন ছাড়াই। এখানে খেলাই একমাত্র ফোকাস, কোনো খেলোয়াড় বা দেশ না, এমনকী কোনও ক্লাবও না।

দু'নম্বর কারণ, এই নতুন 'পাড়া ফুটবল কার্নিভাল' দেখার আনন্দ হল নস্টালজিয়া। বই পড়া আর বই লেখার সম্পর্ক আছে। সব লেখক পাঠক, তবে সব পাঠক লেখক না। ফুটবলেও তেমনি। আমরা সবাই খেলা দেখি, কিন্তু সবাই আর হয়তো খেলি না। আমি যখন ফুটবল খেলতাম, খেলতাম অতি ন্যূন ফুটবল। স্কুল টিমে খেলিনি, ক্লাসের বি টিমের বুটপরা পর্যন্ত আমার দৌড়।

তবে রগড়ে, গা, পা, মন খুলে খেলতাম পাড়াতে। বেশির ভাগই খেলা হত দু'জোড়া ইট গোলপোস্ট হিসেবে পা মেপে সাজিয়ে বাড়ির সামনে রাস্তায়। একটু উচ্চ পর্যায়ের খেলা হলে বেলেঘাটার গুরুদাস পার্কের মাঠে। ওই খেলা খেলে বাড়ি ফেরা ছিল কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার মতো নিয়মিত অভ্যাস। হারজিত ছিল বটে, কাল্পনিক ফুটবল দক্ষতা ছিল। তবে নিখাদ আনন্দ ছিল পাড়ার দুমদাম, ঠেলাঠেলি, যেখানে একই খেলায় আমি বিদেশ বসু, কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে, গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা ইত্যাদি অবতার ধারণ করতাম।

২০১৬ সালে আমার সৌভাগ্য হয় পর্তুগাল আর রিয়েল মাদ্রিদের মহান খেলোয়াড় লুইস ফিগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। তিনি মুম্বইতে এসেছিলেন ভারতে প্রিমিয়ার ফুটসাল লিগ শুরু করার আগে পর্যবেক্ষক হিসেবে। 'ফুটসাল' হল ভলিবল কোর্টের আকারের প্রাঙ্গণে বাতাবিলেবুর সাইজের বল নিয়ে পাঁচজনের ফুটবল। এই 'ফুটসাল' খেলেই ব্রাজিল, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের অনেক মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত কিশোর-কিশোরী ফুটবলের বড় মাঠের দিকে এগিয়ে যায়। 'ফুটসাল' হল এই সব দেশের পাড়া ফুটবল যেখান থেকে প্রথম নেইমার, ডি মারিয়া, আরও অনেক বড় খেলোয়াড় বড় হয়েছে।

এই জনপ্রিয় অংশগ্রহণমূলক খেলার বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলা আনতে রেভস্পোর্টজ পাড়া ফুটবল কার্নিভাল সফল হবে কি না জানি না। লুইস ফিগোর ধারণায় ভারতীয় ফুটবল যদি কখনও ওঠে এখান থেকেই উঠবে, তা ঠিক কিনা তাও জানি না। কিন্তু জানি যে পাড়ার ক্লাবের ফুটবল— সে চলতি টুর্নামেন্টে হোক বা আমাদের পাড়ার হিতৈষী সংঘের মাঠে বিকেলের